যুগান্তর

তারিখ ... 14 DEC 2006 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

৭

সরকারি মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা

প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পায়নি তদন্ত কমিটি

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পায়নি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি। কমিটি ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত পরীক্ষা ও পরে প্রকাশিত ফল বহাল রাখার সুপারিশ করেছে। দুই সপ্তাহ তদন্ত শেষে কমিটি বুধবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা প্রফেসর (অ্যামিরেটাস) ডা. সুফিয়া রহমানের কাছে তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করে। রিপোর্ট দেয়ার আগে সকালে তদন্ত কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের ৩ জন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ রয়েছে কিনা তা জানতে চান।

স্বাস্থ্য অধিদফতর আজ ভর্তি পরীক্ষা বাতিল বিষয়ে হাইকোর্টের কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব দেবে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এমন তথ্যপ্রমাণ তারা জোগাড় করেছেন। বুধবার তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলেন।

১৭ নভেম্বর দেশের ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজের ২ হাজার ৬০টি আসনের বিপরীতে প্রায় ২৪ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষার দিন থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর ছাত্রছাত্রীদের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। এ নিয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরই মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে রক্ষিত পরীক্ষার্থীরা। ফল বাতিল ও নতুন করে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দাবিতে তারা সারাদেশে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাও দ্রুত ভর্তির দাবিতে রাস্তায় নামে। এ নিয়ে আদালতে রিট হয়। আদালত ভর্তি প্রক্রিয়া ছয় সপ্তাহের জন্য স্থগিত ও কেন ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করা হবে না এই মর্মে নির্দেশ দেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে প্রধান করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা

পায়নি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

পায়নি : প্রমাণ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হলেন— যুগ্মসচিব কো-অর্ডিনেশন মোঃ সদরুদ্দিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক প্রফেসর এমএ হাই, স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত ডিজি হোসনে আরা তাহমিন ও সিনিয়র প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হাসপাতাল আবেদা আক্তার। তারা দুই সপ্তাহ তদন্ত শেষে বুধবার স্বাস্থ্য উপদেষ্টার কাছে রিপোর্ট জমা দেন।